INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

জ্ঞাতে তু অনুমানাদবগচ্ছতি: ভাট্ট মত সমীক্ষা

*Apree Dutta

https://doi.org/10.5281/zenodo.21055617

সারসংক্ষেপ

সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। জ্ঞানের দ্বারা জগতের সকল পদার্থের প্রকাশ বা সিদ্ধি হয়ে থাকে। জ্ঞানের দ্বারাই সৎ পদার্থের সদ্ভাব ও অসৎ পদার্থের অসদ্ভাব সিদ্ধ হয়ে থাকে। তাই ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন যে, জ্ঞান না থাকলে জগৎ অন্ধকার হয়ে যেত। মীমাংসক সম্প্রদায় মতে, এটি 'জগদ্ধান্ধ প্রসঙ্গ' রূপে খ্যাত। পদার্থের সিদ্ধি জ্ঞান ব্যতীত অপর কোন কিছুর দ্বারাই হয় না কারণ পদার্থ কখনোই স্ব-প্রকাশক নয়। জ্ঞানই একমাত্র পদার্থের সাধক। জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান হলো চক্ষুবৎ। তাদের মতে জ্ঞান বিষয় প্রকাশে সমর্থ হলেও কদাপি তা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। নৈয়ায়িক ও ভাট্ট মীমাংসকগণ এরূপ মতবাদ স্বীকার করে থাকেন এবং তাঁরা হলেন পরপ্রকাশত্ববাদী। অপরপক্ষে অদ্বৈত বেদান্তীগণ ও প্রাভাকর মীমাংসক মতে জ্ঞান হল প্রদীপবৎ অর্থাৎ প্রদীপ যে রূপ তার সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশ করে জ্ঞান ও তদ্রূপ নিজেকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বীয় বিষয় কেও প্রকাশ করে থাকে। অদ্বৈত বেদান্তী ও প্রাভাকার মীমাংসক হলেন স্বপ্রকাশত্ববাদী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বপ্রকাশত্ববাদ ও পরপ্রকাশত্ববাদ উভয় মতানুযায়ী জ্ঞান সর্বদাই বিষয় প্রকাশক হয়ে থাকে। জ্ঞান বিষয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রকাশে সমর্থ কি না- এ বিষয়েই দার্শনিকগনের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্যনীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলতঃ ভাট্ট মীমাংসক সম্মত পরপ্রকাশত্ববাদ আলোচিত হবে। ভাট্টগণ আদৌ ভাষ্যকার শবরস্বামীর ভাষ্যানুসারী মত কে অবলম্বন পূর্বক তাদের পরপ্রকাশত্ববাদ বাদ স্থাপন করেছেন কি না সে বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধ মূলত আলোকপাত করবে। আলোচনাক্রমে প্রাভাকর সম্মত স্বপ্রকাশত্ববাদের আলোচনাও উত্থাপিত হবে।

সূচক শব্দ: জ্ঞান, স্বপ্রকাশত্ব, পরপ্রকাশত্ব, জ্ঞাততা বা প্রাকট্য, সম্বিৎ

**Assistant Professor, Department of Philosophy, Kazi Nazrul University*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। জ্ঞানের দ্বারা জগতের সকল পদার্থের প্রকাশ বা সিদ্ধি হয়ে থাকে। জ্ঞানের দ্বারাই সৎ পদার্থের সদ্ভাব ও অসৎ পদার্থের অসদ্ভাব সিদ্ধ হয়ে থাকে। তাই ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন যে, জ্ঞান না থাকলে জগৎ অন্ধকার হয়ে যেত। মীমাংসক সম্প্রদায় মতে, এটি 'জগদ্ধান্ধ প্রসঙ্গ' রূপে খ্যাত। পদার্থের সিদ্ধি জ্ঞান ব্যতীত অপর কোন কিছুর দ্বারাই হয় না কারণ পদার্থ কখনোই স্ব-প্রকাশক নয়। জ্ঞানই একমাত্র পদার্থের সাধক। জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান হলো চক্ষুবৎ। তাদের মতে জ্ঞান বিষয় প্রকাশে সমর্থ হলেও কদাপি তা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। নৈয়ায়িক ও ভাট্ট মীমাংসকগণ এরূপ মতবাদ স্বীকার করে থাকেন এবং তাঁরা হলেন পরপ্রকাশত্ববাদী। অপরপক্ষে অদ্বৈত বেদান্তীগণ ও প্রাভাকর মীমাংসক মতে জ্ঞান হল প্রদীপবৎ অর্থাৎ প্রদীপ যে রূপ তার সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশ করে জ্ঞান ও তদ্রূপ নিজেকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বীয় বিষয় কেও প্রকাশ করে থাকে। অদ্বৈত বেদান্তী ও প্রাভাকার মীমাংসক হলেন স্বপ্রকাশত্ববাদী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বপ্রকাশত্ববাদ ও পরপ্রকাশত্ববাদ উভয় মতানুযায়ী জ্ঞান সর্বদাই বিষয় প্রকাশক হয়ে থাকে। জ্ঞান বিষয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রকাশে সমর্থ কি না- এ বিষয়েই দার্শনিকগনের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্যনীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলতঃ ভাট্ট মীমাংসক সম্মত পরপ্রকাশত্ববাদ আলোচিত হবে। ভাট্টগণ আদৌ ভাষ্যকার শবরস্বামীর ভাষ্যানুসারী মত কে অবলম্বন পূর্বক তাদের পরপ্রকাশত্ববাদ বাদ স্থাপন করেছেন কি না সে বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধ মূলত আলোকপাত করবে। আলোচনাক্রমে প্রাভাকর সম্মত স্বপ্রকাশত্ববাদের আলোচনাও উত্থাপিত হবে।

প্রকাশ শব্দেন ব্যবহার—হেতুত্বমুচ্যতে ঘট—প্রকাশ ইতি ঘট—ব্যবহার হেতুরিত্যর্থ অর্থাৎ প্রকাশ শব্দের দ্বারা ব্যবহারহেতত্ব কে বুঝতে হবে। যেমন—ঘট রূপ পদার্থের ব্যবহারের কারণ হলো ঘট প্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশ হলো ব্যবহার হেতুত্ব।[i]

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান নিয়ে আলোচনা একটি মৌল বিষয় জ্ঞান কি? জ্ঞানের স্বরূপ কি? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন দার্শনিকদের সর্বদাই ভাবিত করে চলেছে। জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক। বিষয় নিরপেক্ষ বা নির্বিষয়ক জ্ঞান কখনই হয় না। কিন্তু জ্ঞান তার বিষয়কে প্রকাশে সমর্থ হলেও জ্ঞান সর্বদা নিজেকে প্রকাশে সমর্থ নয় অর্থাৎ এই জ্ঞানের

1. জ্ঞান কি জ্ঞানান্তর দ্বারা গম্য বা জ্ঞানান্তর দ্বারা ভাষ্য?

2. জ্ঞান কি নিজের দ্বারা বেদ্য? ইত্যাদি। প্রশ্নগুলির অবকাশ থেকেই যায় ।

যে সকল দার্শনিক সম্প্রদায় বলেন যে জ্ঞান জ্ঞানান্তর দ্বারা ভাষ্য তাদের মতে জ্ঞান হল চক্ষুবৎ। চক্ষু যেমন কেবলমাত্র তার সংশ্লিষ্ট বিষয় কে প্রকাশে সমর্থ হলেও নিজেকে প্রকাশে অসমর্থ, জ্ঞান ও তদ্রূপ তার স্বীয় বিষয়কে প্রকাশে সমর্থ হলেও নিজেকে প্রকাশে অসমর্থ।

অপরপক্ষে, যারা স্বপ্রকাশত্ববাদী তারা বলেন যে, জ্ঞান যখন বিষয়কে প্রকাশ করে তখন বিষয়কে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করে। স্বপ্রকাশত্ববাদীগণের মতে জ্ঞান হল প্রদীপবৎ। অর্থাৎ জ্ঞান কেবলমাত্র প্রকাশ বা প্রদীপের সঙ্গে তুলনীয়।

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ববাদ-ই প্রাভাকরগণ কর্তৃক স্বীকৃত। প্রাভাকরগণ 'প্রকাশ' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন।[ii] অর্থাৎ প্রকাশ পদের

দ্বারা ব্যবহারহেতুত্বই আলোচ্য স্থানে বোদ্ধব্য। যেমন—উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে- 'ঘট প্রকাশ' এটি যদি কোন অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে এবং যদি সেই অভিজ্ঞতা হেতু ঘট পদার্থের দ্বারা কোন ব্যবহার সিদ্ধ হয় তাহলে সেইটিই হবে ঘট প্রকাশ পদের 'প্রকাশ' অংশের অভিমত অর্থ। কোন বিষয় যদি কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয় তথা জ্ঞাত হয় তাহলে সেই বিষয়টি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যবহার ও জ্ঞাত হয়। অনন্তর তদ্বিষয়কঃ জ্ঞানের ব্যবহারে জন্য অপরাপর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করার আর কোন প্রয়োজনই পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ জ্ঞান স্ব-প্রকাশক ও স্ব-ভাষ্য।

স্ব-প্রকাশ পদস্থ 'স্ব' এর পারিভাষিক অর্থ রূপে নৃসিংহ প্রকাশিকাকার বলছেন 'স্ব-সামগ্রী-বিরহ-প্রযোজ্য:।' কোন বস্তুর প্রকাশ জ্ঞানের দ্বারাই হয়ে থাকে। কোন বস্তুর প্রকাশে জ্ঞানাতিরিক্ত অপরাপর কারণসমূহের কোন প্রয়োজনই দৃশ্য হয় না। বিষয় জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই প্রকাশিত। জ্ঞানাতিরিক্ত কারণাভাব সত্ত্বেও প্রকাশ ক্রিয়া ঘটেই থাকে।[iii]

প্রাভাকর মতে জ্ঞান স্ব-প্রকাশ স্বরূপ এবং স্বসংবেদ্য। স্ব-প্রকাশত্ব বলতে পারিভাষিক অর্থে তিনি সম্বিৎ কে বুঝিয়েছেন। প্রাভাকর মীমাংসক ত্রিপুটি সম্বিৎ আলোচনা প্রসঙ্গে জ্ঞান ও সম্বিৎ এর মধ্যে একটি পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। সম্বিৎ হল স্বয়ম্ প্রকাশস্বরূপ। ভাট্টগণের ন্যায় প্রাভাকরও জ্ঞানকে অনুমেয় রূপে স্বীকার করে থাকেন। সম্বিৎ হল অপরোক্ষঅনুভূতির বিষয়। আলোচনাক্রমে পূর্বপক্ষী তথা পরপ্রকাশত্ববাদ উত্থাপনের জন্য প্রাভাকর বলেন যে, অপরোক্ষানুভবের স্থলে কেবলমাত্র আমরা বিষয়ের আকারই প্রাপ্ত হই যেমন—উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোন বিষয়ের আকার বা বস্তুর আকার বা রঙের আকার ইত্যাদি, তথাপি কোন বস্তু বা বিষয় যখন জ্ঞাত হয় তখন তা গ্রাহ্য, গ্রাহক এবং সংবেদন স্বরূপেই জ্ঞাত হয়ে থাকে। যদি গ্রাহ্য, গ্রাহক ও সংবেদন পৃথক রূপে তথা পৃথকাকারে জ্ঞাত হত বা প্রাপ্ত হত তাহলে সেক্ষেত্রে তা যথার্থ রূপেই অবগত হত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তারা পৃথকাকারে উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত হয় না।[iv] প্রাভাকর এক্ষেত্রে পুনরায় যুক্তি উত্থাপন করছেন, যে একই জ্ঞানাকারে সম্বিৎ ও একইভাবে ও একই সঙ্গে প্রকাশিত হতে পারে না। পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করেছেন যে, সম্বিৎ এবং গ্রাহকের একই জ্ঞানাকারে প্রকাশ হলো সাক্ষাৎ প্রতীতি বেদ্য। যদি জ্ঞানের অথবা গ্রাহ্যবস্তুর আকার স্বীকার করা হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, জ্ঞান নিরাকার এবং ফলতঃ অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য। কিন্তু যদি জ্ঞান ও তার বিষয় অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয়ে যায়, তাহলে তারা কদাপি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেনা। সুতরাং জ্ঞানের আকার অবশ্য স্বীকার্য এবং যদি জ্ঞানের আকার স্বীকার করা হয় তাহলে জ্ঞান ও তার গ্রাহ্য বিষয় অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে যে জ্ঞানের ই একমাত্র সত্তা আছে। এই অভিমত অবশ্য বৌদ্ধ সাকার বিজ্ঞানবাদের মতের সঙ্গে সদৃশ।

পূর্বপক্ষীর উপরোক্ত মতের নিরাসরণার্থে প্রাভাকর তাদের জ্ঞানের সম্বিৎ রুপে প্রকাশের তত্ত্বকে ক্রমাগত সপরিকল্পিত রূপে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তারা জ্ঞান ও সম্বিৎ এর মধ্যে স্বরূপ গত পার্থক্য ও উল্লেখ করেছেন। প্রাভাকর বলেছেন যে, 'ন ব্রুমো সংবেদ্য সম্বিৎ ইতি।' অর্থাৎ প্রাভাকর কদাপি বলেন না যে সম্বিৎ হল সম্বেৎ। 'সম্বিত্তয়েব হি সম্বিৎঃ অর্থাৎ সম্বিৎ সম্বিৎ রূপেই প্রকাশ্য।' অর্থাৎ সম্বিৎ কদাপি বিষয় রূপে তথা সম্বিৎ এর বিষয়ে রূপে প্রকাশিত হয় না। সম্বিৎ হল জ্ঞানক্রিয়ার সাক্ষাৎ ফল। সম্বিৎ সর্বদাই অপরোক্ষানুভবের বিষয়। জ্ঞান হল অনুমানবেদ্য বা অনুমানলব্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাট্ট মতে জ্ঞান আত্মার গুণ নয়, জ্ঞান হল ক্রিয়া। ভাট্ট ও প্রাভাকর উভয় মীমাংসক সম্প্রদায় মতেই জ্ঞান ক্রিয়া হলেও তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার কুমারীল ভট্ট পরবর্তী ভাট্ট মীমাংসক মানমেয়োদয়কার নারায়ন

ভট্টের মতে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নে আত্মা বিশেষ গুণ রূপে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।[v] কিন্তু বার্ত্তিককার কুমারীল ভট্ট জ্ঞানকে আত্মার ধর্ম রূপেই স্বীকার করে থাকেন।[vi] ভাট্ট মীমাংসক মতে 'ধর্ম' বলতে গুণ ও ক্রিয়া উভয়ই বোদ্ধব্য, তথাপি কুমারীল আত্ম ধর্ম বলতে কেবলমাত্র 'আত্মার ক্রিয়া' কেই বুঝিয়েছেন, গুণকে নয়। জ্ঞান আত্মার গুণ হতে পারে না, যেহেতু জ্ঞানে অতিরিক্ত বিষয়েরও উল্লেখ থাকে। যেমন— রক্তিকা বর্ণ হল বহ্নির গুণ এবং দাহিকা শক্তি হল বহ্নির প্রকার। এই প্রকার কেই ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করতে হবে। কোন বিষয়কে জানতে গেলে বা কোন বিষয়ের গ্রহণে বিষয় পর্যন্ত মনের গমন আবশ্যক। কারিকাকার তাই বলেছেন যে জ্ঞানে বিষয়ের প্রাপ্তি ধর্মতা থাকে। জ্ঞান রূপ ক্রিয়া ব্যতীত কখনোই বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। সুতরাং সুচরিত মিশ্রের মতাবলম্বনে বলতেই হয় যে আত্মাশ্রিত কোন ক্রিয়া ব্যতীতই বিষয় প্রাপ্তি উপপন্ন হতে পারে না।[vii]

বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য যেমন বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক ঠিক তদ্রূপ জ্ঞান ব্যবহারের জন্যও জ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক। যদিও জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে মীমাংসকগণের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ত্রিপুটি-সম্বিৎবাদী প্রাভাকর মীমাংসকগণের মতে জ্ঞান হল স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ। অপরপক্ষে, ভাট্ট মীমাংসকগণ হলেন পরপ্রকাশত্ববাদী। ভাট্ট মতে, জ্ঞান ক্রিয়াতে বিষয় কিরূপে প্রকাশিত হয় তার একটি বিচার আবশ্যক।

শ্লোকবার্ত্তিকে ভট্টপাদ কুমারীল জ্ঞানকে অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য রূপে স্বীকার করেছেন। জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ভাষ্যকার শবর স্বামীর মতকেই যে অনুসরণ করেছেন তা বলাই বাহুল্য কারণ ঔৎপত্তিক সূত্রের ওপর কৃত শবর স্বামীর ভাষ্যই তার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।[viii] শবর স্বামী তার ভাষ্যে বলেছেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্বদাই অর্থ বিষয়ক হয়ে থাকে এবং তা কদাপি জ্ঞানান্তর বিষয়ক নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো ক্ষণিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিতীয় জ্ঞানোৎপত্তিকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় না।[ix] বিষয় জ্ঞাত হলে তবেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান অনুমানের দ্বারা উদিত হয়। ভাষ্যকারের মতে কোন বিষয়ে জ্ঞাত হলে সেই বিষয়ে জ্ঞাততা উৎপন্ন হয় এবং সেই উৎপন্ন জ্ঞাততা হতে জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমিত হয়ে থাকে। সুতরাং বিষয় প্রকাশের এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশের যৌগপদ্য কদাপি লক্ষণীয় নয়। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন জ্ঞান উৎপন্ন হলে তা সবিষয়কই আমাদের নিকট জ্ঞাত হয়। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তদ্বিষয় অজ্ঞাতই থাকে। জ্ঞান প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং পরে তার বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে থাকে। জ্ঞান পূর্বে উৎপন্ন হলেও তা কদাপি পূর্বে জ্ঞাত হয় না।[x] ভাষ্যকার শবর স্বামী এই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে- জ্ঞানে সাকার বিষয়ই সর্বদা ভাসমান হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়ের জ্ঞাততা থেকেই কেবলমাত্র জ্ঞানের (আকাররহিত জ্ঞান) অস্তিত্বের অনুমান হয়।[xi]

কুমারীল ভট্ট আরোও বলেন যে জ্ঞান তার স্বভাববশতঃ তদভিন্ন বিষয়কেই প্রকাশ করে।[xii] গ্রাহক প্রমাণের অভাবজন্য জ্ঞান তার নিজের উৎপত্তি কালে জ্ঞাতার কাছে প্রকাশিত হতে পারেনা। জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশে সমর্থ হলেও জ্ঞান কখনোই নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে না।[xiii] ইন্দ্রিয় যে বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হয় কেবলমাত্র সেই বিষয়ই জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে অর্থাৎ বিষয় প্রকাশের ক্ষেত্রেই জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র ব্যাপৃত; তা স্বপ্রকাশের ক্ষেত্রে জ্ঞানের কোন সামর্থ্য নেই।[xiv]

পার্থসারথি মিশ্র বলেন যে বিষয়ের প্রকাশের সময় কখনই জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞান যখন বিষয়কে প্রকাশ করে তখন তা কখনোই নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। বিষয়কে প্রকাশ করার পর জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ করে এও বাস্তবিক ক্ষেত্রে অসম্ভব। বিষয় প্রকাশের অনন্তর জ্ঞান কার্যত বিরতব্যাপার হয়ে যায়। দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রথম

জ্ঞানের প্রত্যক্ষ- এও সম্ভব নয়। কারণ মীমাংসক মতে জ্ঞান হল ক্ষণিক। দ্বিতীয় জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই প্রথম জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যায়। ভাট্ট মতে বিষয়োপপত্তির জন্য জ্ঞানের অস্তিত্ব অবশ্যই অপেক্ষিত কিন্তু জ্ঞানের প্রকাশ নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জ্ঞাতেতু অনুমানা এই ভাষ্য সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার শবরস্বামী কণ্ঠত জ্ঞান কে অনুমেয় রূপে স্বীকার করেছেন। ভাট্টপাদ তাঁর শ্লোকবার্ত্তিকের শূন্যবাদ প্রকরণে জ্ঞানকে অনুমেয় বলেননি বরং তাঁর মতে, জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা কল্পিত।[xv] ন্যায়রত্নাকর টীকাকার পার্থসারথি মিশ্র তাঁর টিকায় জ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমানলব্ধ রূপে উল্লেখ করেছেন। পার্থসারথির মতে জ্ঞান অর্থাপত্তিগম্য কারণ বিষয় জ্ঞাত হবার পরই বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞাততা অনুপপন্ন হয় বলে পূর্ববর্তী জ্ঞান কল্পিত হয়। জ্ঞান পূর্বে অনুপপন্ন হয়, এবং পশ্চাতে তা কল্পিত হয়ে থাকে।[xvi] শাস্ত্রদীপিকায় পার্থসারথি মিশ্র বলেন যে- জ্ঞান হলো ক্রিয়া এবং এই জ্ঞান ক্রিয়া উৎপন্ন হয় আত্মায়, যিনি হলেন কর্তা, জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি করণ হল ইন্দ্রিয় এবং ঘটপটাদি রূপ বিষয় হল কর্ম। জ্ঞান ক্রিয়াজন্য ঘটপটাদিরূপ জ্ঞেয় বিষয়ে ফল উৎপন্ন হয়। পাকক্রিয়া জন্য যেমন ওদনাদিতে অতিশয় তথা ফল জন্মায় তদ্রূপ জ্ঞান ক্রিয়াজন্য ও তদবিষয়ে অতিশয় বা ফল উৎপন্ন হয়। এই অতিশয় বা ফলকে ভাট্ট মীমাংসকগণ প্রাকট্য বা জ্ঞাততা বা জ্ঞাতত্ব রূপে চিহ্নিত করে থাকেন।[xvii] জ্ঞানক্রিয়াজন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হলে তবে বিষয়গত অতিশয় রূপ প্রাকট্য বা জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ হয় এবং বিষয় যদি অনুমেয় হয় তাহলে প্রাকট্য ও অনুমেয় হয়। বিষয়ের পরোক্ষ- অপরোক্ষ রূপ ব্যবস্থা ব্যবহারসিদ্ধ। ফল বা অতিশয় ছাড়া এই ব্যবস্থা সম্ভব নয়। এই জ্ঞানতা বা প্রাকট্য হলো ফল এবং এই ফল হল জ্ঞানক্রিয়াজন্য। জ্ঞানক্রিয়া হল প্রাকট্যের কারণ। ভাট্ট মীমাংসক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে আত্মার ক্রিয়া মাত্রই অতি সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয়। আত্মার ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ভাট্টগণ স্বীকার করেন না। তাই ক্রিয়ামাত্রই তাঁদের মতে ফলানুমেয়। যে অনুমানের দ্বারা ভাট্টগণ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অনুমান করেন সেই অনুমানকে বলা হয় জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি।[xviii] এইরূপ অনুমানের দ্বারাই জ্ঞানের সিদ্ধি হওয়ার হওয়ায় জ্ঞানকে ভাট্ট সম্প্রদায় 'নিত্যানুমেয়' বলে থাকেন। ভাট্ট মতে, জ্ঞানের কখনোই প্রত্যক্ষ হয় না, জ্ঞান মাত্রই জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি বেদ্য। এই জ্ঞাতালিঙ্গক অনুমিতি অন্য একটি জ্ঞান হওয়ায় ভাট্ট সম্প্রদায় হলেন পরপ্রকাশত্ববাদী। তাঁদের মতে জ্ঞান জ্ঞানান্তর বেদ্য। সুতরাং ভাট্ট মতে, বিষয়গত জ্ঞাততার বা প্রাকট্যের উপপত্তির জন্য ভাট্টগণ জ্ঞাততা রূপ কার্য হতে কারণ রূপ জ্ঞানের কল্পনা তথা অনুমান করেন। এই প্রাকট্য হল জ্ঞানের অনুমাপক তথা কল্পক। এই হল পার্থসারথির শাস্ত্রদীপিকার অভিপ্রায়।[xix] পার্থসারথির মতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ ও জ্ঞানের কল্পক। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে অয়ং ঘটঃ রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 'অনন্তর অয়ং ঘটঃ ময়া জ্ঞাতঃ' কারক ব্যবহার জন্মায়। এই ব্যবহার হেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয়র সম্বন্ধের মতোই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র সম্বন্ধেরও প্রতীতি জন্মায়। এরূপ সম্বন্ধ প্রতীতি, পার্থসারথির মতে মানসপ্রত্যক্ষ লব্ধ। এই সম্বন্ধ ই জ্ঞানের কল্পক। এরূপ যুক্তির অবলম্বনে ই পার্থসারথি মিশ্র প্রদর্শন করেছেন যে জ্ঞান হল অর্থাপত্তি গম্য, তা অনুমেয় নয়।[xx]

প্রসঙ্গত বিবেচ্য যে ভাষ্যকার শবরস্বামী যদিও জ্ঞানকে অনুমেয় রূপে স্বীকার করেছেন কিন্তু বার্ত্তিককার ভাট্টপাদ এবং শাস্ত্রদীপিকাকার পার্থসারথি মিশ্র কেন জ্ঞানকে অর্থাপত্তিগম্য তথা কল্পিত বলেছেন। যদিও আমরা জানি যে যিনি বার্ত্তিককার হবেন তিনি সূত্র ও ভাষ্যে যা উক্ত হয়েছে, বা অনুক্ত হয়েছে এবং এমনকি যা দুরুক্ত সেই বিষয়েও যে চিন্তা তা প্রবর্তন করতে পারেন, তথাপি এই দার্শনিক প্রশ্ন নিঃসন্দেহে উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, তিনি কেন জ্ঞানকে অর্থাপত্তিগম্য বলেছেন? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে পার্থসারথি তার

শাস্ত্রদীপিকায় প্রদানের চেষ্টা করেছেন। এই স্থলে ভাট্টগণের বক্তব্য এরূপ যে- বিষয়নিষ্ঠ যে প্রাকট্য তা জ্ঞান শক্তিরই কল্পক হয়ে থাকে, জ্ঞান ক্রিয়ার নয়। বিষয়নিষ্ঠ প্রাকট্য বা জ্ঞাততা কে জ্ঞানানুমানের হেতু বা লিঙ্গ রূপে স্বীকার করা যাবে না। কারণ জ্ঞানতা ও জ্ঞানের সম্বন্ধের জ্ঞান সম্ভব নয়। সমন্ধীর জ্ঞান না হলে কদাপি সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। সম্বন্ধের জ্ঞান সর্বদাই সম্বন্ধীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে হয়ে থাকে। পার্থসারথি আরও উল্লেখ করেছেন যে জ্ঞাততা বা প্রাকট্য রূপ কার্য হল কল্পক, তা কদাপি হেতু নয়। অনুমান ও অর্থাপত্তি স্থলে গমক থাকলেও তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। অনুমান স্থলে গমক নিশ্চিত হয়, কিন্তু অর্থাপত্তির স্থলে গমক সর্বদাই সন্দিগ্ধ হয়ে থাকে। জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি বিষয় অজ্ঞাত হওয়ায় জ্ঞান হবার পর বিষয়ের জ্ঞাতত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপন্ন হয়। তাই জ্ঞাতত্ব সন্দিগ্ধ হওয়ায় তা কদাপি জ্ঞানানুমানের প্রতি লিঙ্গ হতে পারে না, সন্দিগ্ধ জ্ঞাতত্বের উপপত্তির নিমিত্ত ই জ্ঞানের কল্পনা আবশ্যক।[xxi]

তথ্যসূত্র

[i]

[ii] প্রকরণ পঞ্জিকাকার শালিকনাথ মিশ্র বলেছেন- "প্রকাশ শব্দেন ব্যবহার হেতুত্বমুচ্যতে ঘট-প্রকাশ ইতি ঘট ব্যবহার হেতুরিত্যর্থঃ", পৃঃ ১৭১-১৭২।

৩

[iv] "যুক্তং যদি গ্রাহ্য- গ্রাহক- সংবেদনম্ আকারান্তরেণ স্যাৎ ন চাকারান্তরম্ উপলভামহে", প্রাভাকর মিশ্র কৃত, বৃহতী টীকা (শাবরভাষ্যের ওপর), পৃঃ ৭৭।

[v] বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাঃ আত্মবিশেষগুনাঃ- মানমেয়োদয়, পৃঃ ২৪৮/৫

[vi] আত্মধর্ম স্বতন্ত্রত্বকল্পনে হপি তথাভবেৎ, শ্লোকবার্ত্তিক, নিরালম্বনবাদ, শ্লোক ৪৭।

[vii] অস্তি কশ্চিদাত্মসমবায়ী জ্ঞানসংবেদনাদি পর্য্যায়বাচ্যো জানাতি পদানঃ ক্রিয়াভেদো সস্মিন্নর্থানাং প্রাপ্তিকর্মতা- শ্লোকবার্ত্তিক, কাশিকা, দ্বিতীয় সংপুট,পৃঃ ১২৩)

[viii] এ হ্যজ্জতে হর্থে কশ্চিদ বুদ্ধিমুপলভ্যতে, জ্ঞাতেত্বনুমাত্রাদবগচ্ছতি। তত্র যোগপদ্যমনুপপন্নম্। শাবরভাষ্য, মীমাংসা সূত্র ১/১/৫

[ix] অর্থ বিষয়া হি প্রত্যক্ষবুদ্ধি, ন বুদ্ধ্যন্তরবিষয়া। ক্ষণিকা হি সা, ন বুধ্যন্তর কালমবস্থাম্যত ইতি। শাবরভাষ্য, মীমাংসা সূত্র ১/১/৫

[x] সত্যং পূর্বং বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, ন তু পূর্বং জ্ঞায়তে, শাবরভাষ্য, মীমাংসা সূত্র ১/১/৫

[xi] অনাকারমেব হি বুদ্ধিমনুমেমীমহে, সাকারং চার্থং প্রত্যক্ষ মেবাকাচ্ছামঃ
শাবরভাষ্য, মীমাংসা সূত্র ১/১/৫

[xii] ভাবে ভাবৎ প্রতীতিঃ প্রত্যয়ঃ সা বস্ত্বন্তরপ্রকাশস্বভাবা। শ্লোকবার্ত্তিক, শ্লোক. ৪৪, ন্যায়রত্নাকরটীকা।

[xiii] জ্ঞানং চিন্নেত্যতঃ পশ্চাৎ প্রমাণমুপজায়তে
শ্লোকবার্ত্তিক, শূন্যবাদ, শ্লোক, ১৮২)

[xiv] ব্যাপৃতং চার্থ সংবিত্তৌ জ্ঞানং নাত্মানমৃচ্ছতি,
শ্লোকবার্ত্তিক, শূন্যবাদ, শ্লোক ১৮৪

[xv] তদেব হ্যস্য সংবিত্তিরর্থাপত্ত্যোপজায়তে-
শ্লোকবার্ত্তিক, শূন্যবাদ, শ্লোক ১১৮

[xvi] অর্থাপত্তি জ্ঞানম্য প্রমাণম্...জ্ঞাতেত্বর্থে পশ্চাৎ তজজ্ঞাতত্বানু পপত্ত্যা অর্থাপত্তিপ্রমাণমুপজায়তে; তদুক্তম্- পূর্বং ত্বগ্রহণং পশ্চাচ্চ গ্রহণমিতি।।
....শ্লোকবার্ত্তিক, শ্লোক ১৮২, ন্যায়রত্নাকর টীকা।

[xvii] জ্ঞানাক্রিয়া হি সকর্মিকা কর্মভূতে হর্থে বরং জ্ঞানয়তি পাকাদিবৎ। -
শাস্ত্র দীপিকা, (জ্ঞানানুমেয় ত্ব স্থাপনম),
মীমাংসা সূত্র ১/১/৫

[xviii] জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতির আকার- ঘটোহয়ং জ্ঞাতঃ জ্ঞাততা বিশিষ্টত্বাৎ সম্মত ঘটতবৎ

[xix] তচ্চ ফলমৈন্দ্রিয়কজ্ঞানজন্যমাপরোক্ষ্যমে লিঙ্গাদিজ্ঞানজন্যং তু পরোক্ষ্যমিত্যুচ্চতে অস্তি হি বিষয়াবিষয় বিভাগঃ বিষয়েষ্বপি পরোক্ষাপরোক্ষ বিভাগঃ সার্বজনীনঃ ন চ ফলমন্তরেনায়ং বিভাগঃ সম্ভবীতি তদাশ্রীয়তে। তদেব চ ফলং কার্যভূতং কারণভূতং বিজ্ঞানমুপকল্পয়তীতি সিদ্ধ্যত্যপ্রত্যক্ষমপি জ্ঞানম্ - (জ্ঞানানুমেয়ত্বস্থাপনম্), শাস্ত্রদীপিকা, মীমাংসা সূত্র ১/১/৫, পৃঃ ৫৬

[xx] অথবা জ্ঞানক্রিয়াদ্বারক যঃ কর্তৃভূতস্যাত্মনঃ কর্মভূতস্য চার্থস্য পরস্পরং সম্বন্ধো ব্যাপ্তৃব্যাপ্যত্ব লক্ষণঃ স মানসপ্রত্যক্ষাবগতো বিজ্ঞানং কল্পয়াতি, নাহ্যাগন্তককারণমন্তরেণাত্মনোঽর্থ প্রতি ব্যাপ্তত্বমুৎপত্তুমর্হতি। তচ্চ কারণং লোকে জ্ঞানশব্দেনাভিধীয়তে। য়ে ঽপি স্বপ্রকাশং সংবিদমাতিষ্টন্তে তৈরপ্যয়ং সম্বন্ধো মানসপ্রত্যক্ষগম্যোঽবশ্যমভ্যুপ গমনীয়ঃ। অন্যথা "জ্ঞাতময়া ঘটঃ" ইতি জ্ঞানাজ্ঞেয়হম্বন্ধো জ্ঞাতৃজ্ঞেয়সম্বন্ধো বা ন ব্যবহতুং শক্যতে। যন্মাত্রং হি প্রকাশিতং তন্মাত্রমেব ব্যবহর্তুং শক্যতে নান্যৎ।। শাস্ত্রদীপিকা, জ্ঞানানুমেয়ত্বস্থাপনম্, পৃঃ ৫৬

[xxi] অতোচানুমানাসংভবাৎপ্রমাণান্তরমেবেদম যথা চানুমানে নিশ্চিতং গমকম্। এবমর্থপত্তৌ সন্দিগ্ধং গমকমিতি দর্শনবলাদভ্যুপগম্যতে। সংশয়শ্চাত্র পূর্বদৃষ্টরূপ বিসংবাদাৎ। - শাস্ত্রদীপিকা, অর্থাপত্তি নিরূপণম্, পৃঃ ৭৭

গ্রন্থ-পঞ্জী

• জৈমিনী, মীমাংসা দর্শনম্ (শ্রীশবরস্বামী বিরচিত ভাষ্য সাহিতম্। প্রথমপ্রভৃতি- তৃতীয়াধ্যায় পর্যন্তম্), পন্ডিত রত্নগোপাল ভট্ট সম্পাদিত, বিদ্যাবিলাস প্রেস, বারানসী, ১৯১০.

• ভট্ট কুমারিল, শ্লোকবার্ত্তিক, দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত, প্রাচ্য ভারতী গ্রন্থমালা- ১০, তারা পাবলিকেশনম্, বারানসী, ১৯৭৮.

• ভট্ট পন্ডিত নারায়ন, মানমেয়োদয়, সি কুনহন রাজা ও সূর্য নারায়ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, থিয়োসফিক্যাল পাবলিশিং হাউস, এ্যডিয়র, মাদ্রাজ, ১৯৩৩.

• মিশ্র, সর্বতন্ত্রস্থতন্ত্রশ্রীমৎ পার্থসারথি, শাস্ত্রদীপিকা (প্রথমমস্তর্কপাদঃ), শ্রী ধর্মদত্ত সূরী সম্পাদিত, নির্নয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯১৫.

• মিশ্র সুচরিত, কাশিকা, দ্বিতীয় সংপুট, রাম স্বামী শাস্ত্রী সম্পাদিত, ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ত্রিবান্দ্রম, ১৯৪৩.

• মিশ্র শালিকনাথ, প্রকরণ পঞ্চিকা, এ. সুব্রক্ষণ্যম শাস্ত্রী সম্পাদিত, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, সংবৎ, ২০১৮.

• প্রভাকরমিশ্রকৃত বৃহতী, (শাবরভাষ্যব্যাখা) শালিকনাথ মিশ্র কৃত ঋজুবিমলা, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৩৪.

• সংকলিতা ঘোষ ও প্রীতম ঘোষাল সম্পাদিত জ্ঞান ও জ্ঞান সংবিত্তি, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ২০১৬.